প্রথম আলো

তারিখ ...7 AUG 2017...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৩...

প্রগতিশীল ছাত্র জোটের সংবাদ সম্মেলন

'আরেফিন সিদ্দিক সম্পূর্ণ ব্যর্থ'

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

সাড়ে আট বছরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে না পারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতারা। তাঁরা সিনেটের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনকে 'প্রহসন' আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবি জানান।

গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে সাতটি ছাত্র সংগঠনের এই জোটের নেতারা এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন। ডাকসুসহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে তাঁরা ১১ আগস্ট শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-প্রাক্তন ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সংহতি সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন। এ ছাড়া জোটের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কাল মঙ্গলবার অপরাজেয় বাংলার সামনে বিক্ষোভ করবে।

জোটের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, বাসদ (খালেকুজ্জামান)-সমর্থিত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাসদ (মার্ক্সবাদী) সমর্থিত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ঐক্য ফোরাম ও বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে পাঁচটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্যে জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ-সমর্থিত ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি ইমরান হাবিব বলেন, 'এবারের সমাবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বেশ জোর দিয়েই ডাকসুসহ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা বলেন। এরপর উপাচার্যের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল এটি বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়া। কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, রাষ্ট্রপতি বলার পরও এ বিষয়ে প্রশাসন ন্যূনতম কোনো উদ্যোগ নিল না। অথচ নিজেদের স্বার্থে প্রায় অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত না করে তড়িঘড়ি করে সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করেছেন। এটি শুধু অগণতান্ত্রিকই নয়, অনৈতিকও বটে। আমরা এই প্রহসন বাতিল করে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করে ছাত্র প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সব প্রতিনিধি নির্বাচন করার দাবি জানাচ্ছি।'

দীর্ঘদিন ডাকসু নির্বাচন না হওয়ায় ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম প্রায় বন্ধ থাকায় 'শরীরে এবং মননে তারুণ্যের শক্তি আজ মৃতপ্রায়' এমন বলে মন্তব্য করেন নেতারা। তাঁরা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির খবর আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। শিক্ষা-গবেষণায়, আন্দোলন, সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ধারাবাহিকতা রুদ্ধ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শিক্ষক নিয়োগে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে এমন শিক্ষকদেরও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাঁদের শিক্ষক হিসেবে আবেদন করার মতো যোগ্যতাও নেই। এর ফলে সিনেট ভবনের সামনে ডাকসুর দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে তাঁদের ওপর শিক্ষকদের চড়াও হওয়া, মারধর করা বা মেয়েদের লাঞ্ছিত করার মতো ঘটনা অস্বাভাবিক নয়।'

উপাচার্যবিরোধীদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করে এই আন্দোলন হচ্ছে, এমন প্রশ্নের জবাবে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লিটন নন্দী বলেন, কোনো প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের মন্তব্য এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতা।

ডাকসুর দাবিতে আন্দোলনকে কেউ কেউ উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন বলে অভিযোগ করছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে লিটন নন্দী বলেন, এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ। এটা আরেফিন সিদ্দিকের অপসারণ কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন নয়। তবে ছাত্র জোট মনে করে, ব্যক্তিগতভাবে ডাকসু নির্বাচন দিতে না পারায় আরেফিন সিদ্দিকের ভূমিকা শতভাগ ব্যর্থ। এর আগে উপাচার্যদের অনেকেই নির্বাচন দিতে না পারলেও উদ্যোগ নিয়েছেন। সেখানে সাড়ে আট বছরে আরেফিন সিদ্দিক একটিবারের জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

পরিচালকের কার্য নয়
প্রাপ্তি নং............
তারিখ............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর